"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সত্যকথার তীর তখনই লাগবে যখন হৃদয়ে সততা আর স্বচ্ছতা থাকবে । সত্যিকারের বাবার সঙ্গ পেয়েছো, তাই সৎ হও"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, কোন্ কথা তোমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত?

*উত্তরঃ - কখনো কোনো ভুল হলে সত্য বলো, সত্যি বললেই উন্নতি হবে। তোমাদের নিজের সেবা অন্য কাউকে দিয়ে করানো উচিত নয়। যদি এখানে সেবা নেবে তো ওখানে করতে হবে। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, ভালো করে পড়ে অন্যদের পড়াও, তাহলে বাবা খুশী হবেন। বাবা প্রেমের সাগর, ওঁনার ভালোবাসা এমন যে বাচ্চাদের পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রদান করেন।

*গীতঃ- কে এই সব খেলা রচনা করেছে.....

ওম্ শান্তি । আজকাল সমাচার আসে যে আমরা গীতা জয়ন্তী পালন করছি। এখন গীতার জন্ম কে দিয়েছে, এ সব হলো টপিক(বিষয়)। জয়ন্তী যখন বলা হয়েছে তখন জন্ম তো অবশ্যই হয়েছে তাই না ! একে বলা হয় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জয়ন্তী, তাহলে অবশ্যই তার জন্মদাতাও চাই, তাই না ! সকলে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। তাহলে তো শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে আসে, গীতা পিছনে চলে যায়। তাহলে গীতার রচয়িতাকে তো অবশ্যই চাই। যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ, পরে গীতার আসা উচিত । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে গীতা শোনাতে পারে না। এটা প্রমাণ করতে হবে যে গীতার জন্মদাতা কে? এ হল অতি গূহ্য (রহস্যপূর্ণ) কথা। কৃষ্ণ তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয়, সে তো স্বয়ং গীতার দ্বারা রাজযোগ শিখে প্রিন্সের পদ প্রাপ্ত করেছে। এখন কথা হল গীতার জন্মদাতা কে? পরমপিতা পরমাত্মা শিব না শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে বাস্তবে ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী বলা যেতে পারে না। ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী একজনকেই বলা হয়। ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ তিন লোকের উপরে রাজত্ব করেন যিনি। মুল, সূক্ষ্ম, স্থূল - এই তিনটি-কে বলে ত্রিলোক, আর একে যিনি জানেন তিনি হলেন ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী পরমপিতা পরমাত্মা শিব। এই মহিমা ওঁনার, না কি শ্রীকৃষ্ণের। কৃষ্ণের মহিমাও আছে - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণসম্পন্ন...। শ্রীকৃষ্ণের তুলনা হয় চন্দ্রমার সাথে। পরমাত্মার তুলনা চন্দ্রমার সাথে করা যাবে না। ওঁনার কর্তব্যই আলাদা। তিনি হলেন গীতার জন্মদাতা, রচয়িতা। গীতার জ্ঞান বা রাজযোগ থেকেই দেবতারা তৈরী হয়। মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য বাবাকে এসে নলেজ দিতে হয়। এখন এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য বড় হুশিয়ার ব্রহ্মাকুমার-কুমারী চাই। সবাই একই রকমভাবে বুঝতে পারে না। বাচ্চারাও তো নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। টপিকও এমন রাখা উচিত যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার জন্ম কে দিয়েছেন? এরজন্য কন্ট্রাস্ট(পার্থক্য) বোঝাতে হবে। ভগবান তো একজনই, পরমপিতা পরমাত্মা শিব। সেই জ্ঞানসাগরের থেকে জ্ঞান শুনে কৃষ্ণ এই পদ প্রাপ্ত করেছিলেন। সহজ রাজযোগ থেকে এই পদ কীভাবে পেয়েছে, তা বোঝাতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারাই বাবা প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। সকল বেদ-শাস্ত্রের সার শোনান। ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মা মুখবংশাবলীও চাই। ব্রহ্মাই ত্রিকালদর্শীর জ্ঞান লাভ করে। ত্রিলোকী অর্থাৎ তিন লোকেরই জ্ঞান পায়। ত্রিকাল আদি, মধ্য, অন্তকে মিলিয়ে বলা হয় আর তিন লোক অর্থাৎ মুল, সূক্ষ্ম, স্থূলবতন। একথা স্মরণে রাখতে হবে। অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। ভুলিয়েছে দেহ অহংকার-রূপী মায়া। তাহলে গীতার রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব না কি শ্রীকৃষ্ণ। পরমপিতা পরমাত্মাই ত্রিকালদর্শী তথা ত্রিলোকীনাথ। কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের এই নলেজ নেই। হ্যাঁ, যারা এই নলেজ বাবার থেকে পেয়েছে তারা বিশ্বের মালিক হয়ে গেছে। যখন সদ্গতি পেয়ে যায় তখন এই নলেজ বুদ্ধি থেকে হারিয়ে যায়। সকলের সদ্গতি দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। পুনর্জন্ম শুরু হয় সত্যযুগ ইত্যাদি থেকে। কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত ৮৪ জন্ম নেয়, এই জ্ঞান ঠিক মতো বোঝাতে হবে। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। যে এই গীতা লিখেছে তাকে ত্রিকালদর্শী বলা যাবে না। প্রথমেই লিখেছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এ একদমই ভুল। ভুলও অবশ্যই হতে হবে। যখন সব শাস্ত্র ভুল হয়ে যায় তখনই তো বাবা এসে সঠিক জ্ঞান শোনাবেন। সর্বদা ব্রহ্মার দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের সত্য-সার শোনান, সেইজন্য তাঁকে সত্য বলা হয়। এখন তোমাদের এক সত্যের সাথে সঙ্গে থাকতে হবে, যিনি তোমাদেরকে সৎ বানাচ্ছেন।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং ওঁনার মুখবংশাবলী হলেন এই জগদম্বা সরস্বতী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সব বাচ্চারা হলো একে-অপরের ভাই-বোন। কোনও মন্দিরে গিয়ে ভাষণ করা উচিত । ওখানে অনেকে ঘুরতে-ফিরতে আসে। একজনকে বোঝালেই সৎ সঙ্গ লেগে যাবে। শ্মশানেও যাওয়া উচিত । সেখানে মানুষের বৈরাগ্য আসে। কিন্তু বাবা বলেন যে আমার ভক্তদের

বোঝালে তারা ঝট্ করে বুঝে যাবে। তাই শিববাবার মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বাবা-মাম্মা বলা হয় না। শিবকে বাবা বলা হয় তাহলে মাম্মাও অবশ্যই চাই, তিনি হলেন গুপ্ত। শিববাবা হলেন রচয়িতা, তাঁকে মাতা-পিতা কীভাবে বলা হয়, এই গুপ্ত কথা কেউ জানতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো নিজের একটাই সন্তান থাকবে। বাকী এঁনার নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বিষ্ণু ও শংকর-কে উঁচুতে রাখা হয় না। উঁচুতে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাকে রাখা হয়। যেমন শিব পরমাত্মাকে রচয়িতা বলা হয় তেমন-ই ব্রহ্মাকেও রচয়িতা বলা হয়। এক উনিই(শিব) হলেন অবিনাশী। যখন রচনা শব্দটি বলবে তখন জিজ্ঞাসা করবে, কীভাবে রচনা করেছেন? তিনি তো রচয়িতা। বাকী রচনা করা হয় ব্রহ্মার দ্বারা। এখন ব্রহ্মার দ্বারা পরমাত্মা সব আত্মাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দেন। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ভক্তিমার্গ আধাকল্প চলে, এ হলো জ্ঞান- কান্ড। যখন ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হয় তখন সবাই পতিত, তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। প্রথমে সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসে। উপর থেকে যে সব পবিত্র আত্মারা আসে তারা এমন কোনো কর্ম করেনা যাতে তাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। খ্রাইস্টের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে তাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল, এটা তো হতে পারে না। নতুন আত্মারা, যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন, তারা তো দুঃখ পেতে পারে না, কারণ তারা তো কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্তকারী ম্যাসেঞ্জার (দূত), ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। লড়াইতেও যখন কোনো ম্যাসেঞ্জারকে পাঠানো হয় তখন সে শ্বেত-পতাকা নিয়ে আসে, তাতে অপরপক্ষ বুঝে যায় যে এ কোনো ম্যাসেজ (খবর) নিয়ে এসেছে, তাই তাকে কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না। তাই ম্যাসেঞ্জার যিনি আসেন, তাকে কেউ ক্রুশ-বিদ্ধ করতে পারে না। দুঃখ আত্মাকেই ভোগ করতে হয়। আত্মা নির্লেপ নয়, একথা লেখা উচিৎ। আত্মাকে নির্লেপ বলা ভুল, একথা কে বলেছেন? শিব ভগবানুবাচ। এই পয়েন্ট তোমাদের নোট করা উচিত । লেখার জন্য অনেক বিশাল বুদ্ধি চাই। মনে করো, প্রদর্শনীতে খ্রীস্টানরা এলো, তাদেরকেও বলতে পারো যে খ্রাইস্টের আত্মাকে ক্রুশে চড়ানো হয়নি। যার মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সেই আত্মা দুঃখ পায়। এমন কথা শুনে তো বিস্মিত হবে। ওই পবিত্র আত্মা এসে ধর্ম স্থাপন করেছেন, গড ফাদারের ডায়রেকশন অনুসারে। এও ড্রামা। ড্রামাকেও অনেক লোক বোঝে কিন্তু তার আদি-মধ্য-অন্তকে কেউ জানে না। এমন কথা শুনে ওইসব লোকেরা কিছু বোঝার চেষ্টা করে। কৃষ্ণকে কেউ গালি দেয় না। গালি অবশ্যই দেওয়া হয় কিন্তু কাকে? শিবকে নয়, এই সাকার-কে। বাবা তো টিচার, পবিত্র আত্মা আর ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন অপবিত্র, এখন পবিত্র হচ্ছেন । যে বুঝবে সে কোনো সংশয় প্রকাশ করবে না। আর তা নাহলে লোকেরা মনে করবে যে এ তো শেখানো বুলি (কথা)। তখন তা কেউ গ্রহণ করে না। তীর নিশানায় লাগে না। অনেক সততা আর স্বচ্ছতা চাই। যে নিজে বিকারী সে যদি বলে কাম মহাশত্রু তাহলে তীর সঠিক স্থানে লাগতে পারে না। যেমন পন্ডিতের উদাহরণ আছে - রাম-রাম বললেই নদী বা সাগর পার হয়ে যাবে (পন্ডিত নিজে পার হতে পারেনি, কিন্তু তার শিষ্যা বিশ্বাসের জোরে পার হয়ে যায়)। এ হল এখানকারই কথা। শিববাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা এই বিষয় সাগর পার হয়ে যাবে। কোন সাগর? তা এই পন্ডিত জানে না। বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে চলে যাবে। অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বলে যে, বাবা.... হয় ভালোবাসো, আর না হয় দুরে ঠেলে দাও.....। এখানে তো শুধু বোঝানো হয়, তাও অনেকে মৃত-প্রায় হয়ে যায়। বাচ্চাদের এখানে লেখা-পড়া করতে হয়। বাবা হলেন প্রেমের সাগর অর্থাৎ পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান। এটাই হলো ভালোবাসা। বাবা যখন পড়ান তখন সেই পড়া পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। বাবাকে খুশী করতে হবে। বাবার সার্ভিসে সদা তৎপর থাকতে হবে। বাবার সার্ভিস এটাই যে নিজের তন, মন, ধন দ্বারা ভারতের সত্য সেবা করো। তোমাদেরকে তো তারস্বরে আওয়াজ করে বোঝাতে হবে। সবাই এখানে নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়, রাজধানীতেও নম্বরের ক্রমানুসারেই হবে। টিচার বুঝে যান যে এ দৈবী রাজধানীতে কী নম্বর পাবে। সার্ভিস দ্বারা বুঝতে পারো, কে কে মুখ্য হবে। নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমরা যদি বাবা-মাম্মার মতো সার্ভিস না করি তাহলে দাস-দাসীর পদ পাবো। পরে তোমরা সবাই সবকিছুই জানতে পারবে। যদি তোমরা শ্রীমত অনুসারে না চলো, তাহলে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, এখন যদি তোমরা নিজের দাসী বানাও তবে তোমাদেরও দাস-দাসী হতে হবে। এখানে মহারানী হওয়া হলো দেহ-অভিমান। সত্যি বলতে হবে যে বাবা এই ভুল হয়েছে। এখনো তো সবাই সম্পূর্ণ হয় নি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তো লজ্জিত হতে হয়। বাবার রাত্রে মনের মধ্যে খেয়াল চলছিল যে, মানুষ ২১ জন্ম বলে, গায়নও করে, কিন্তু এখন এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো আলাদা। ৮ জন্ম সত্যযুগে, ১২ জন্ম ত্রেতায়, ২১ জন্ম দ্বাপরে, ৪২ জন্ম কলিযুগে। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ জন্ম যা হলো অ্যাডপ্টেড (দত্তক নেওয়া)। একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণেদেরই এই সৌভাগ্যশালী জন্ম হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রেমের সাগর বাবার ভালোবাসা রিটার্ন (ফেরত) করতে হবে। ভালো করে পড়ে তারপর পড়াতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে।

২) সততা আর স্বচ্ছতার দ্বারা প্রথমে নিজে ধারণাযুক্ত হয়ে তারপর অন্যদের ধারণা করাতে হবে। এক বাবার সঙ্গই করতে হবে।

বরদানঃ- নিমিত্ত আত্মাদের ডায়রেকশনের মহত্বকে জেনে পাপকর্ম করা থেকে বিরত থাকা সেন্সীবল্ ভব

যারা সেন্সীবল্ বাচ্চা হয়, তারা কখনও এটা চিন্তা করে না যে এই নিমিত্ত আত্মারা যে ডায়রেকশন দিচ্ছে, নিশ্চই কেউ বলতে বলেছে তাই বলছে। নিমিত্ত আত্মাদের প্রতি কখনও এই ব্যর্থ সংকল্প করা উচিত নয়। মনে করো, কেউ এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিলেন, যেটা তোমাদের সঠিক মনে হলো না, কিন্তু তোমরা সেই কর্মের ভাগীদার নও, এতে তোমাদের পাপ হবে না। কারণ যিনি একে নিমিত্ত বানিয়েছেন সেই বাবা, পাপকেও পরিবর্তন করে দেবেন, এটা হলো গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত মেশীনারী।

স্লোগানঃ- অনেস্ট (সৎ) হলো সে, যে প্রভুর পছন্দের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর পছন্দের হয়, আরাম পছন্দকারী নয়।

মাতেশ্বরী জী-র মধুর মহাবাক্য- "মানুষের ৮৪ জন্ম হয়, ৮৪ লক্ষ যোনীতে নয়"

এখন এই যে আমরা বাচ্চারা বলি, প্রভু আমাদের ওই পারে নিয়ে চলো - তো ওই পারের অর্থ কী? লোকেরা মনে করে যে ওই পারের অর্থ হলো জন্ম-মৃত্যুর চক্র-তে না আসা অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যাওয়া। এখন এ তো হলো মানুষের কথা, কিন্তু তিনি বলেন, বাচ্চারা, যেখানে সত্যিই সুখ-শান্তি আছে, দুঃখ -অশান্তির থেকে দূরে - তাকে কোনো দুনিয়া বলে না। মানুষ সুখ চায় তাও তা আবার এই জীবনেই চায়। এখন সে তো সত্যযুগী বৈকুন্ঠ, দেবতাদের দুনিয়া ছিল যেখানে সর্বদাই সুখময় জীবন ছিল, সেই দেবতাদেরকেই অমর বলা হতো। এখন অমরের-ও কোনো অর্থ নেই, এমনও নয় দেবতাদের আয়ু এতো বেশী ছিল যে কখনো মারা যেতো না। এখন এটা বলা তাদের ভুল, কারণ এরকম হয় না। তাঁদের আয়ু সত্যযুগ-ত্রেতা পর্যন্ত চলে না। কিন্তু দেবী-দেবতাদের জন্ম সত্যযুগ-ত্রেতায় অনেকবার হয়েছে, ২১ জন্ম তাঁরা ভালোই রাজত্ব চালিয়েছে। তারপর আবার ৬৩ জন্ম দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত অবতরণ (পতন) কলা; তাঁদের টোটাল জন্ম হলো - ২১ জন্ম উন্নতি কলার আর অবনতি কলার ৬৩ জন্ম। টোটাল ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু এই যে মানুষ মনে করে যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনী ভোগ করে, এমনটা বলা ভুল। যদি মানুষ মনুষ্য যোনীতেই সুখ-দুঃখ উভয় পার্ট-ই ভোগ করতে পারে তবে পশু-যোনীতে ভোগ করার প্রয়োজন আছে কী? এখন মানুষের মধ্যে এই নলেজই নেই যে মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। এছাড়া টোটাল এই সৃষ্টিতে জন্তু জানোয়ার, পশু, পাখী ইত্যাদি সব মিলিয়ে অবশ্যই ৮৪ লক্ষ যোনী আছে। যেমন অনেক প্রজাতির জীব-জন্তু আছে, তার মধ্যেও মানুষ তার নিজের যোনীতেই পাপ-পূণ্য ভোগ করছে আর পশু তার নিজের যোনীতে ভোগ করছে। না মানুষ পশু-যোনীতে যায়, না পশু মনুষ্যযোনীতে আসে। মানুষ তো নিজের যোনীতেই (জন্মতে) দুর্ভোগ ভোগ করে, তখন তাদের দুঃখ-সুখের অনুভব আসে। তেমনই পশুরাও তাদের নিজের যোনীতে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তাদের এই বোঝার বুদ্ধি নেই যে কোন্ কর্মের ফলে তাদের এই ভোগান্তি হয়। ভোগের অনুভবও মানুষই করে কারণ মানুষ বুদ্ধিমান। এছাড়া এমন নয় যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনী ভোগ করে। অচেতন গাছ-পালাও আপন যোনীতে আসে। এ তো সহজ আর বিবেক-বুদ্ধির কথা। অচেতন গাছ-পালা কী এমন কর্ম-অকর্ম করেছে যে তাদেরও কর্মের হিসাব-নিকাশ তৈরী হবে। যেমন দেখো গুরুনানক সাহেব এমন মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন - অন্তিমকালে যে ব্যক্তি পুত্রকে স্মরণ করতে করতে মারা যাবে সে শুয়োরের যোনীতে আসে.....কিন্তু এ কথার অর্থ এটা নয় যে মানুষ শুয়োরের যোনীতে আসবে। কিন্তু শুয়োরের অর্থ হলো মানুষের কাজ-কর্মই এমন হয়ে যায়, পশুর কাজ-কর্মের মতো। এছাড়া এমন নয় যে মানুষ পশু হয়ে যায়। এখন এ তো মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এমন শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহলে সঙ্গমের এই সময় নিজেকে পরিবর্তন করে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;